বিষয়বস্তুঃ জবানের হিফাযত

জুমাদাল ঊলা মাসের প্রথম জুমুআর বয়ান

(৫ জুমাদাল ঊলা ১৪৪৬ হিজরী, ৮ নভেম্বর ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া নু'মানিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত। ক্রমিক নং ১৫৯

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহতারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ জুমাদাল ঊলা মাসের ৫ তারিখ, প্রথম জুমুআ। আজ আমরা জবানের হিফাযত ও এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যেসব শারীরিক নিয়ামত দিয়েছেন, তার মধ্যে জবান একটি বিশেষ নিয়ামত। কুরআন মজীদের ৯০ নম্বর সূরার নাম আল-বালাদ। এই সূরা বালাদের ৮ ও ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ "আমি কি মানুষকে

দু’টি চোখ, একটি জিহ্বা ও দু’টি ঠোঁট দান করিনি ?”

লক্ষ্য করুন, এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি নিজের ইহসানের কথা স্মরণ করিয়ে মানব দেহের ৩টি বিশেষ অঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন। চোখ, জবান ও ঠোঁট। আমরা আজ এই ৩টি অঙ্গের মধ্য থেকে বিশেষ করে জবান সম্পর্কে আলোচনা করছি। মানুষের জিহ্বা আকারে ছোট। কিন্তু এর কর্মফল অনেক বড়।

আল্লাহ তায়ালা ব্রেনের সাথে জিহ্বার এমন সংযোগ রেখেছেন যে, মনের কোন কথা ব্রেনে এলে তা প্রকাশ করার ইচ্ছা করলে আমরা সাথে সাথে অনায়াসে জিভ দ্বারা তা ব্যক্ত করতে পারি। যদি কেউ জিভ দ্বারা ভালো কথা বলতে চায়, তবে অতি সহজে তা করতে পারে। অনুরূপভাবে, যদি কেউ মন্দ কথা বলতে চায়, সেটাও করতে পারে। একজন মুশরিক জবান দ্বারা ঈমানের কলেমা পড়ে মুহূর্তের মধ্যে মু’মিন হয়ে যায়। আবার একজন মু’মিন এই জবান দ্বারা কুফরী কথা বলে ঈমানহারা হয়ে যায়। বোঝা গেল, জবান সংযত না রাখলে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য। তাই কুরআন ও হাদীসে জবান

সংযত রাখার কঠিন আদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন সূরা আহ্যাবের ৭০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوااتَّقُوااللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

“হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।” এদিকে মন্দ কথা থেকে জবান হিফাযত করার নির্দেশ দিয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

“আল্লাহ ও কিয়ামতের উপর যার ঈমান আছে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।” এটা সহীহ বুখারীর ৬১১০ নম্বর হাদীস।

আর সহীহ বুখারীর ৬৪৭৮ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَرْفَعُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ

“মানুষ কখনও আল্লাহর সন্তুষ্টি মূলক কোন কথা বলে থাকে, কথাটি বলার সময় সে তার গুরুত্ব অনুভব করতে

পারে না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সে কথাটির বিনিময়ে (জান্নাতে) তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন। আবার কখনও মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমন কথা বলে ফেলে, যার ভয়াবহতা সে অনুভব করতে পারে না। অথচ সে কথাটি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। ”

বহু মানুষ এমন আছে, যারা নামায-কালাম, দান-সাদাকাহ ইত্যাদি বহু রকম নেককাজ করে থাকে, কিন্তু তারা নিজেদের জবান সংযত রাখে না। জবান দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেয়। অশ্লীল কথা বলে। মানুষকে গালি দেয়। গীবত করে। মিথ্যাকথা বলে। মনে রাখবেন, এমন লোকেরা আল্লাহর প্রিয়ভাজন হতে পারে না। নেককাজের সাওয়াব নির্ভর করে জবান হিফাযতের উপর। এ সম্পর্কে একটি হাদীস লক্ষ্য করুনঃ

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ এক সফরে আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। (এ সফরটি ছিল ৯ম হিজরীর তবুক যুদ্ধের সফর।) সফরে চলতে চলতে আমি নবীজির নিকটে পৌঁছে তাঁকে জিজ্ঞেস

করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমাকে এমন আমল বলে দিন, যা দ্বারা আমি জান্নাতে যেতে পারব এবং জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাব। তখন নবীজি বলেছিলেনঃ তুমি তো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেছ ! তবে এটা সেই ব্যক্তির জন্য সহজ, যার জন্য আল্লাহ এটা সহজ করে দেন। মুআয ! তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। নামায কায়েম করবে। যাকাত দিবে। রমাযানের রোযা রাখবে। আর বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে।

অতঃপর নবীজি বলেছিলেনঃ হে মুআয ! আমি কি তোমাকে নেকীর দরজাসমূহ বলে দিব না ? রোযা হচ্ছে ঢালস্বরূপ। আর দান-সদাকাহ পাপরাশি বিলিন করে দেয়। যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয়। আর মাঝ রাতে তাহাজ্জুদের নামায গুরুত্বপূর্ণ আমল। নবীজি পুনরায় বলেছিলেনঃ আমি কি তোমাকে সমস্ত নেকীর বুনিয়াদ বলব না ?

আমি বললামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! অবশ্যই বলুন। তখন নবীজি বলেছিলেনঃ সমস্ত নেকীর মূল হচ্ছে ‘ইসলাম’। আর ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে নামায। আর সর্বোচ্চ শিখর হল

আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা। এসব বয়ান করার পর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ

أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟

আমি কি তোমাকে এসব কিছুর মূল শেকড় বলে দিব না ? আমি বললামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! অবশ্যই বলুন। তখন নবীজি নিজের জিহ্বা ধরে বলেছিলেনঃ এটাকে সংযত রাখবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমরা যে কথাবার্তা বলে থাকি, সে সম্পর্কেও কি পাকড়াও হবে ? তখন নবীজি বলেছিলেনঃ

ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ

হে মুআয ! আল্লাহ রহম করুন ! একমাত্র জিহ্বার অসংযত কথাবার্তার কারণেই তো মানুষকে অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটা সুনানে তিরমিযীর ২৬১৮ নম্বর হাদীস।

সম্মানিত উপস্থিতি ! লক্ষ্য করুন, এ হাদীসে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবান হিফাযতের বিষয়টি খুব ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে নিজের জিভ ধরে

হযরত মুআযকে বুঝিয়ে দিলেন যে, সব আমলের মূল শেকড় হল জবান সংযত রাখা। বোঝা গেল, মানুষ যতই নামায-রোযা, দান-সাদাকাহ ইত্যাদি করুক না কেন, যদি নিজের জবান সংযত রাখতে না পারে, তবে এই জবান তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। গভীর রাতের তাহাজ্জুদ নামায তাকে জাহান্নাম থেকে বাচাঁতে পারবে না। দান-সাদাকাহ, রোযা ও হজ্জ ইত্যাদি আমল তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে না।

অন্যান্য অঙ্গ জবানকে সংযত থাকতে বলেঃ

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا

“মানুষ যখন ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠে, তখন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনীতভাবে জিহ্বাকে বলেঃ তুমি আমাদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে চলবে। কেননা, আমরা তোমার সাথে সংযুক্ত। তুমি ঠিক থাকলে আমরা ভাল থাকব। আর তুমি বেঁকে গেলে, আমরা বাঁকা পথে চলব।” এটা সুনানে

তিরমিযীর ২৪০৭ নম্বর হাদীস।

জবানের বিশেষ কিছু নেককাজঃ

সুধীবৃন্দ ! জবান দ্বারা অনেক নেককাজ করা যায়। যেমন, (১) ভালকাজের আদেশ করা। (২) খারাপকাজ থেকে নিষেধ করা। (৩) দুনিয়া কিংবা আখিরতের পথ ভোলা মানুষকে রাস্তা বলে দেওয়া। (৪) কাউকে সান্ত্বনা দেওয়া। প্রভৃতি। এসব কাজের বহু ফযীলত রয়েছে।

কোন মানুষকে বিপদের সময় সান্ত্বনা দেওয়ার ফযীলত সম্পর্কে নবীজি বলেছেনঃ مَنْ عَزَّى ثَكْلَى كُسِيَ بُرْدًا فِي الجَنَّةِ "যে ব্যক্তি কোন সন্তানহারা মহিলাকে সান্ত্বনা দিবে, তাকে জান্নাতে বিশেষ চাদর পরিয়ে দেওয়া হবে।" এটা সুনানে তিরমিযীর ১০৭৬ নম্বর হাদীস।

জবানের বিশেষ কিছু গোনাহঃ

জবান দ্বারা মানুষ যেসব গোনাহ করে, তার মধ্যে বিশেষ গোনাহ ১২টিঃ (১) অপ্রয়োজনীয় কথা বলা। (২) গালাগালি ও অশালীন কথা বলা। (৩) কাউকে অভিশাপ দেওয়া। (৪) গান গাওয়া। (৫) কারো গোপন বিষয় প্রকাশ করা। (৬) মিথ্যা বলা। (৭) চুগলখোরি করা । (৮) কাউকে

ছোট করার উদ্দেশ্যে কোন কথা বলা। (৯) অবৈধ হাসি-ঠাট্টা করা। (১০) মিথ্যা ওয়াদা করা। (১১) এমন কথা বলা, যাতে কেউ কষ্ট পায়। (১২) গীবত করা। মনে রাখবেন, এ সব হল কবীরা গোনাহ। অথচ আমরা এগুলিকে অতি সাধারণ বলে মনে করি। 'ইহ্য়াউ উলূমিদ্দীন' কিতাবের ৩ খণ্ডের ১২১ পৃষ্ঠায় জবানের এই ১২টি কবীরা গোনা'র কথা লেখা আছে।

অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বর্জন করুনঃ

আমরা অধিকাংশ মানুষ অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলায় অভ্যস্ত। অথচ জবানকে অহেতুক ও ফালতু কথা থেকে হিফাযত করতে না পারলে জান্নাত লাভ করা মুশকিল। এ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস লক্ষ্য করুনঃ

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত কা'ব (রযি) একবার অসুস্থ হলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে গিয়েছিলেন। তখন নবীজি তাকে দেখে বলেছিলেনঃ কা'ব ! (এই অসুস্থতায় সবর করার সাওয়াব পেয়ে) তুমি খুশি হয়ে যাও। এ কথা শুনে হযরত কা'বের মা বলেছিলেনঃ হে কা'ব ! তুমি জান্নাতী হয়ে গেছ ! তোমার জান্নাত

বরকতময় হোক। এ কথা শুনে নবীজি বলেছিলেনঃ জান্নাতের সু-সংবাদ দেওয়ার দুঃসাহসী মহিলাটি কে ? হযরত কা'ব বলেছিলেনঃ ইনি আমার মা। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ হে কা'বের মা! তুমি কিভাবে জানলে যে, তোমার ছেলে কা'ব জান্নাতী ? এমনও তো হতে পারে যে, সে জীবনে কোন অপ্রয়োজনীয় অথবা অনর্থক কথা বলে ফেলেছে। কিংবা সে কাউকে কোন সামান্য জিনিস দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে। (আর সেটাই তার জান্নাতে প্রবেশের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।) এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবিদ্ দুনিয়া (রহ) লিখিত 'আস্সম্ত' কিতাবের ১১০ নম্বরে বর্ণিত আছে।

ব্রাদারানে ইসলাম ! লক্ষ্য করুন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা (রযি)-এর মা-কে বললেনঃ হতে পারে তোমার ছেলে কা'ব জীবনে অপ্রয়োজনীয় এমন কোন কথা বলেছে, যা তার জান্নাতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে ! অথচ তুমি তাকে জান্নাতের সু-সংবাদ দিচ্ছ ! এ দ্বারা বোঝা গেল, জান্নাত লাভ করা সহজ নয়। মুখের সামান্য অসংযত কথার কারণে মানুষ জান্নাত থেকে

মাহরূম হতে পারে। আর আল্লাহ তায়ালা সূরা আল ইমরানের ১৮৫ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ " যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতে প্রবেশ করবে, নিশ্চয় সে হবে সফল।" فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

কাউকে অভিশাপ দিবেন নাঃ

একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের দিন মহিলাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেনঃ তোমরা (মহিলারা) দান-সাদাকাহ কর। কেননা, আমি জাহান্নামে অধিকাংশ নারীজাতিকে দেখেছি। এ কথা শুনে মহিলারা জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! এর কারণ কী ? উত্তরে নবীজি বলেছিলেনঃ তোমরা খুব বেশি অভিশাপ দাও আর স্বামীর না-শুকরী করে থাক। সহীহ বুখারীর ২৯৮ নম্বরে এ হাদীসটি লেখা আছে।

একটি ঘটনাঃ

আমরা জানি, হযরত আবূ বকর রযিয়াল্লাহু আনহু হলেন এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। একদিনের ঘটনা, হযরত উমার (রযি) দেখলেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রযি) নিজের জিভ টেনে ধরে আছেন। উমার (রযি) তখন

বললেনঃ হে রসূলের খলীফা ! আপনি এটা কী করছেন ? তখন আবূ বকর (রযি) বলেছিলেনঃ

هَذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْجَسَدِ إِلَّا يَشْكُو إِلَى اللَّهِ اللِّسَانَ عَلَى حِدَتِهِ.

এই জিভ আমাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে এসেছে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ আল্লাহর কাছে জিভের অসংযত হওয়ার অভিযোগ করে। 'আল-ওয়ারা' কিতাবের ৭৬ পৃষ্ঠায় এ হাদীসটি লেখা আছে। লক্ষ্য করুন, এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব নিজের জবান হিফাযতের বিষয়ে কতটা সজাগ ছিলেন ! দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকেও এ বিষয়ে শতভাগ সজাগ হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)